# মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়

(উচ্চ মাধ্যমিক)

৪০, রামকৃষ্ণ রোড, রিশড়া, হুগলী — ৭১২২৪৮

ফোন নং ঃ ০৩৩৩৫৬ ৫০০৫৩

স্থাপিত ঃ ১৯৫২

উঃ মাঃ সূচক সংখ্যা — ১১৭২৩৮

শিক্ষাবর্ষ

২০২৬-২৭

## জ্ঞাতব্য বিবরণী

(একাদশ / দ্বাদশ শ্রেণির জন্য)

Email : rkashramrishra@gmail.com

fb: //www.facebook.com/MSRKAVHS/

# ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের বিগত বছরগুলির ফলাফল একনজরে ঃ

| বর্ষ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | | ৯০% + | | ৮০% + | | ৭৫% + | | সর্বোচ্চ নম্বর (পূর্ণমান ৫০০) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বিজ্ঞান | কলা | বিজ্ঞান | কলা | বিজ্ঞান | কলা | বিজ্ঞান | কলা | বিজ্ঞান | কলা |
| ২০১৭ | ৭৪ | ২৪ | ৭১ | ১১ | ৭৩ | ১৮ | ৭৪ | ২৪ | ৪৯২ (২য় রাজ্যে) | ৪৬১ |
| ২০১৮ | ৭৫ | ২৪ | ৫০ | ১০ | ৬২ | ১৬ | ৭৫ | ২৪ | ৪৭৮ | ৪৬৩ |
| ২০১৯ | ৭১ | ৩৮ | ৫৬ | ১৩ | ৭০ | ১৮ | ৭১ | ৩৮ | ৪৯৪ (৩য় রাজ্যে) ৪৮৮ (৮ম রাজ্যে) | ৪৬৩ |
| ২০২০ | ৭৪ | ৩৭ | ৭২ | ২৪ | ৭৪ | ৩৩ | ৭৪ | ৩৭ | ৪৯৬ (৪র্থ রাজ্যে), ৪৯৫ (৫ম রাজ্যে), ৪৯৩ (৭ম রাজ্যে), | ৪৮০ ৪৯৪ (৬ষ্ঠ রাজ্যে) ৪৯১ (৯ম রাজ্যে) |
| ২০২১ | ৮১ | ৪৭ | ৭২ | ৩১ | ৭৯ | ৪০ | ৮১ | ৪৭ | ৪৯৩ (৭ম রাজ্যে) | ৪৮১ |
| ২০২২ | ৭৮ | ৩৮ | ৭৮ | ৩৬ | ৭৮ | ৩৮ | ৭৮ | ৩৮ | ৪৯১ (৮ম রাজ্যে) দু'জন ৪৮৯ (১০ম রাজ্যে) দু'জন | |
| ২০২৩ | ৮০ | ৩৬ | ৬৭ | ১৬ | ৭৭ | ২৪ | ৮০ | ৩৬ | ৪৮৮ (৯ম রাজ্যে) ৪৮২ (১৫দশ রাজ্যে) | |
| ২০২৪ | ৭২ | ২৩ | ৫৮ | ১৭ | ৬৯ | ২২ | ৭২ | ২৩ | ৪৯১ (৬ষ্ঠ রাজ্যে) ৪৮৯ (৯ম রাজ্যে) | |
| ২০২৫ | ৮৬ | ২৭ | ৭২ | ১৪ | ৭৭ | ১৮ | ৮৬ | ২৭ | ৪৯০ (৮ম রাজ্যে), ৪৮৯ (৯ম রাজ্যে) ৪৮৬ (১২ রাজ্যে), ৪৮৩ (১৫ রাজ্যে) ৪৭৮ (২০ রাজ্যে), ৪৭৮ (২০ রাজ্যে) | |

# মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

## ঃ বিবর্তনের ধারা ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক) এক উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে রিশড়ায় মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে দুই বছরের মাথায় গড়ে তোলা বিদ্যালয় বর্তমানে মহীরুহ হয়ে উঠেছে। পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজে বহু কৃতী ও মেধাবী শিক্ষার্থীর যোগান দিয়ে চলেছে। স্বামীজীর "কর্মযোগ" এবং মানুষ গড়ার শিক্ষার আদর্শের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে শিক্ষার ব্যবস্থা স্বামী প্রেমঘনানন্দজী মহারাজ করেছিলেন, তাতে সর্বশেষ সংযোজন হ'ল উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৯৫২ সালের ২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রাথমিক বিদ্যালয়'। কিছুদিন পরে বিদ্যালয়টি নাম পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে "মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়", যা ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬৩ সালে বিদ্যালয় পূর্বতন শিক্ষা কাঠামোর একাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিক-এ পরিণত হলেও শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তনজনিত কারণে ১৯৭৫ সালে পুনরায় মাধ্যমিক-এ পরিণত হয়। বর্তমানে শুভানুধ্যায়ী, শিক্ষাব্রতী মানুষজনের, শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত প্রত্যাশা পূরণ করে বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক (১০+২) বিভাগের বিজ্ঞান ও মানবীয় বিদ্যা (কলা) শাখার বিভিন্ন বিষয়ের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুমোদনক্রমে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়াস ও প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। "*মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক)*"-এর উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগটি গড়ে উঠেছে আশ্রম সংলগ্ন জমিতে, তৈরি হয়েছে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ত্রিতল ভবন, যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিসরযুক্ত শ্রেণিকক্ষ - পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, পরিসংখ্যানবিদ্যা, ভূগোল-এর সুসজ্জিত, অত্যাধুনিক বীক্ষণাগার (Laboratory), কয়েক হাজার বই-এ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, কমন রুম, পূর্ণাঙ্গ একটি অফিস, স্টাফ রুম। বিদ্যালয়ের মূলভবনে কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের আধুনিক ল্যাবরেটরি রয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক ভবন নির্মাণে এলাকার শিক্ষামোদী মানুষজন, অভিভাবকগণ, প্রাক্তন ছাত্র সংসদ ও রিশড়া পৌরসভা যে ঐকান্তিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন তাতে আমরা অভিভূত।

## ভর্তি সংক্রান্ত সাধারণ কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

১। উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়মকানুন, মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ও বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভর্তি বিষয়ক নীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ভর্তি-নিয়ামক সমিতির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ছাত্রভর্তি চূড়ান্ত হবে।

২। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের বিদ্যালয়ের কার্যালয় থেকে মুদ্রিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্রটি ছাত্রকে স্বহস্তে পূরণ করে কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। ছাত্র যে বিদ্যালয়ে শেষ পড়েছে, তার প্রধান কর্তৃক যথাযথ প্রত্যয়িত (attested) মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট ও মার্কশিটের জেরক্স কপি সঙ্গে দিতে হবে।

৩। ভর্তির জন্য বিবেচিত সমস্ত ছাত্রকে ভর্তির সময়ে অবশ্যই মূল মার্কশিট দেখাতে হবে এবং সম্প্রতি তোলা একটি স্ট্যাম্প সাইজের ফটো ও প্রয়োজনীয় ফি জমা দিতে হবে।

৪। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

৫। ভর্তির সময় কার্যালয় থেকে শিক্ষাপঞ্জী ও ছুটির তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।

৬। জুলাই মাসে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়।

৭। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মাসিক অর্থ দিয়ে সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেল রাখা যাবে।

## একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তির নিয়মাবলি

**মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ঘোষিত হবে।**

## ট্রেনে/বাসে ছাড়

ট্রেনে/বাসে ভাড়ায় ছাড় পেতে ইচ্ছুক ছাত্রদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। দরখাস্তে অভিভাবকেরও স্বাক্ষর থাকা চাই। ছাড়পত্রটির হস্তান্তর/অপব্যবহার দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

## উপস্থিতি

উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কমপক্ষে শতকরা সত্তর দিন হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় সেমিস্টারগুলিতে বসার অনুমতি দেওয়া হবে না। বিজ্ঞানে শ্রেণির পাঠ এবং পরীক্ষাগারের কাজ দুইই সমানভাবে করতে হবে।

## শিক্ষামূলক ভ্রমণ

প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগে পাঠরত ছাত্রদের এই ভ্রমণে যোগদান আবশ্যিক। ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত অর্থ ও অভিভাবকের সম্মতিপত্র নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিতে হবে। শিক্ষাভ্রমণের সম্ভাব্য সময় একাদশ শ্রেণির মাঝামাঝি (কলা বিভাগের সম্ভাব্য সময় নভেম্বর মাস এবং বিজ্ঞান বিভাগের সম্ভাব্য সময় ডিসেম্বর মাস)। ক্লাস শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। পরিবেশবিদ্যা / জীববিদ্যা / ভূগোলের প্র্যাক্‌টিক্যাল পরীক্ষার প্রোজেক্ট কেবলমাত্র শিক্ষামূলক ভ্রমণেই করানো হবে। অন্যান্য নন-ল্যাব বিষয়ের প্রোজেক্টও এই শিক্ষাভ্রমণে করানো হয়।

## সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী

পঠন-পাঠন ছাড়াও খেলাধূলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক, বিতর্ক, ক্যুইজ, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি সহ-পাঠক্রমিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ছাত্রের চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।

## অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

১। প্রত্যেক ছাত্রের ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিতি ও সঠিক সময়ে সমবেত প্রার্থনায় যোগদান বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

২। বিনা অনুমতিতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিদ্যালয় পরিত্যাগ দন্ডনীয় অপরাধ। অভিভাবকের লিখিত অনুরোধে কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষে এ ব্যাপারে ছাত্রকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

৩। বিদ্যালয় ভবন, প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সাইকেল রাখার নির্দিষ্ট স্থানেই সাইকেল রাখতে হবে।

৪। শ্রেণি অধিনায়কের নির্দেশ ছাত্রদের মেনে চলতে হবে।

৫। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বা শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ অমান্য করা অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৬। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বিদ্যালয়ে আসা আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক — কালো ফুলপ্যান্ট, সাদা হাফশার্ট, কালো জুতো ও নীল মোজা। শীতের দিনে নেভিব্লু সোয়েটার। ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় এ্যাপ্রন ব্যবহার করা যেতে পারে। রসায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই এ্যাপ্রন ব্যবহার করতে হবে।

৭। ল্যাবরেটরির যাবতীয় সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় ছাত্রদের বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে।

৮। প্রতিদিন পঠন-পাঠন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রার্থনা সভায় ছাত্রদের যোগ দিতে হবে। বিদ্যালয় নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রদের প্রার্থনাসভা পরিচালনা করতে হবে।

৯। পরীক্ষাগার নির্ভর ব্যবহারিক বিষয়গুলি (Lab-based) জন্য নির্দিষ্ট খাতা বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে দিয়ে নিয়মিত মূল্যায়ন ও স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। প্রকল্পের খাতাগুলিও যথানির্দিষ্ট সময়ে বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে জমা দিতে হবে।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত হলেও সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পাওয়া যায় নি। কিন্তু উন্নতমানের পঠন পাঠন পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেজন্যই অনন্যোপায় হয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য বার্ষিক অনুদান নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ব্যাপারে মাননীয় অভিভাবকগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

## সাহায্যকারী শিক্ষকবৃন্দ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | শ্রীইন্দ্রজিৎ দে | - | বাংলা |
| ২. | শ্রীসৌম্যেন্দু দীর্ঘাঙ্গী | - | ইতিহাস |
| ৩. | শ্রীউৎসব মুখার্জী | - | ভূগোল |
| ৪. | শ্রীঅভিজিৎ চক্রবর্তী | - | সংস্কৃত |
| ৫. | শ্রীসুরজিৎ সাঁতরা | - | গণিত |
| ৬. | শ্রীসৌমিক ঘোষ | - | রাশিবিজ্ঞান ও গণিত |
| ৭. | শ্রীশিলাদিত্য সিংহরায় | - | গণিত |
| ৮. | শ্রীঅরুণ দত্ত | - | বাংলা |

## সাহায্যকারী কর্মীবৃন্দ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | শ্রীকৃষ্ণকিশোর মণ্ডল | - | কার্যালয় সহায়ক |
| ২. | শ্রীপ্রসূন দাস | - | বীক্ষণাগার সহায়ক |
| ৩. | শ্রীস্বপনকুমার পাল | - | শিক্ষাকর্মী |

## বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক — সভাপতি
দেবকান্ত সরকার, সহকারী প্রধান শিক্ষক — সম্পাদক
সান্ত্বনা পণ্ডা, সহকারী শিক্ষিকা — সদস্য
চিত্তরঞ্জন মুর্মু, সহকারী শিক্ষক — সদস্য
দেবাশিস কংসবণিক, সহকারী শিক্ষক — সদস্য
অনিশ চ্যাটার্জী, সহকারী শিক্ষক — সদস্য

## বিদ্যালয় কর্মী পরিষদ

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক
দেবকান্ত সরকার, সহকারী প্রধান শিক্ষক
সৌম্য সাহা, সহকারী শিক্ষক (সচিব)
মমতা শীল, সহকারী শিক্ষিকা
সোমনাথ দত্ত, গ্রন্থাগারিক
তপন ব্যানার্জী, শিক্ষাকর্মী

# মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক)

## ঃ শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মিবৃন্দ ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীকৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় | —প্রধান শিক্ষক | — এম.এস-সি (রসায়ন);বি.এড্ |
| ২। | শ্রীদেবকান্ত সরকার | — সহ প্রঃ শিক্ষক | — এম.এ. (ডবল)(রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস) বি.এড্ |
| ৩। | শ্রীসুমন চক্রবর্তী | — সহ শিক্ষক | — এম.এ (ইংরেজি); এম.ফিল ; বি.এড্ |
| ৪। | শ্রীপ্রশান্ত কর্মকার | — সহ শিক্ষক | — এম.এস-সি(পদার্থবিদ্যা); বি.টি. |
| ৫। | শ্রীমানিকচন্দ্র কার্য্যী | — সহ শিক্ষক | — এম.এস-সি(গণিত) ; বি.এড্ |
| ৬। | শ্রীমৃণাল মুখোপাধ্যায় | — সহ শিক্ষক | — বি.কম (অনার্স) ; এম.পি-এড্ |
| ৭। | শ্রীসত্যজিৎ সাধু | — সহ শিক্ষক | — এম.এ(ডবল)(ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান)বি.এড্ |
| ৮। | শ্রীচিত্তরঞ্জন মুর্ম্মু | — সহ শিক্ষক | — এম.এ(ইতিহাস) ; বি.এড্ |
| ৯। | শ্রীবাণীপদ ভট্টাচার্য | — সহ শিক্ষক | — এম.এ(ভূগোল) ; বি.এড্; ডিপ্লোমা ইন ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ |
| ১০। | শ্রীদীপশংকর রায় | — সহ শিক্ষক | — এম.এ(বাংলা ও শিক্ষাবিজ্ঞান);এম.ফিল;এম.এড্ |
| ১১। | শ্রীদেবাশিস কংসবণিক | — সহ শিক্ষক | — এম.এ(ভূগোল) ; বি.এড্ |
| ১২। | শ্রীমতী মমতা শীল | — সহ শিক্ষিকা | — এম. এস-সি (পদার্থবিদ্যা) ; বি.এড্ |
| ১৩। | শ্রীসৌম্য সাহা | — সহ শিক্ষক | — এম. এস-সি (শারীরবিদ্যা) ; বি.এড্ |
| ১৪। | শ্রীসমর ঘোষ | — সহ শিক্ষক | — এম.এস-সি (রসায়ন);বি.এড্ |
| ১৫। | শ্রীগৌতম মণ্ডল | — সহশিক্ষক | — এম. এস-সি (এগ্রিঃ) ; বি.এড্ |
| ১৬। | শ্রীউৎপল আদক | — সহ শিক্ষক | — এম. এ (ইংরেজি);বি.এড্ |
| ১৭। | শ্রীসুনীলকুমার মুর্ম্মু | — সহ শিক্ষক | — বি. এ (অনার্স)-(ইংরেজি); বি.এড্ |
| ১৮। | শ্রীমতী সান্ত্বনা পণ্ডা | — সহ শিক্ষিকা | — এম. এস-সি (রসায়ন) ; বি.এড্। |
| ১৯। | শ্রীমতী ঝুমা জানা | — সহ শিক্ষিকা | — এম. এ (দর্শন);বি. এড্ |
| ২০। | শ্রীঅনিশ চ্যাটার্জী | — সহ শিক্ষক | — এম. এস-সি (প্রাণিবিদ্যা); বি. এড্ |
| ২১। | শ্রীঅনিকেত চক্রবর্তী | — সহ শিক্ষক | — এম. এস-সি (প্রাণীবিদ্যা); বি.এড্ |
| ২২। | শ্রীতাপস দাস | — সহ শিক্ষক | — এম.এ (অর্থনীতি); বি.এড্ |
| ২৩। | শ্রীদেবাশিস দত্ত | — পার্শ্ব শিক্ষক | — বি.এস-সি (অনার্স)-পদার্থবিদ্যা, ডি.এড্ |
| ২৪। | শ্রীসোমনাথ দত্ত | — গ্রন্থাগারিক | — বি. এস-সি (অনার্স) ;বি.এল.আই.এস |
| ২৫। | শ্রীতপন ব্যানার্জী | — করণিক | — বি.কম (অনার্স) |
| ২৬। | শ্রীদেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় | —করণিক | — এইচ. এস |
| ২৭। | শ্রীজয়ন্ত সাহা | — শিক্ষাকর্মী | — মাধ্যমিক |
| ২৮। | শ্রীস্বপনকুমার সিংহ | — শিক্ষাকর্মী | — — |
| ২৯। | শ্রীগোবিন্দ মালিক | — শিক্ষাকর্মী | — বি. কম. |
| ৩০। | শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মান্না | — শিক্ষাকর্মী | — মাধ্যমিক |
| ৩১। | শ্রীশংকর রজক | — শিক্ষাকর্মী | — — |
| ৩২। | শ্রীপার্থ প্রতিম দাস | — (TCT) | — এম. সি. এ |

## ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল

**মাধ্যমিক পরীক্ষা (২০২৫) ঃ** বিগত বছরগুলির মত এবছরও মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাফল্য প্রশংসনীয়। এই সাফল্য বিদ্যালয়ের ভালো ফলাফলের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সামগ্রিক ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

মোট পরীক্ষার্থী ঃ ১২৬ জন

উত্তীর্ণ ঃ ১২৬ জন

৯৫ শতাংশ এবং তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপক ঃ ১ জন (৬৬৫+)

৯০ শতাংশ এবং তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপক ঃ ২৭ জন (৬৩০+)

৮০ শতাংশ এবং তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপক ঃ ৭২ জন (৫৬০+)

৭৫ শতাংশ এবং তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপক ঃ ৮৯ জন (৫২৫+)

স্টার প্রাপকের হার ঃ ৭০.৬৩ শতাংশ (%)।

৬০০ এবং তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপক ঃ ৪৮ জন।

***বিদ্যালয়ের মেধা তালিকা ঃ***

প্রথম ঃ সৌম্যদীপ কংসবণিক (৬৮৫) **রাজ্যে মেধা তালিকায় একাদশ স্থানাধিকারী**

দ্বিতীয় ঃ হিমন্ত সাধুখাঁ (৬৬৪)

তৃতীয় ঃ প্রনীল দাস (৬৬২)

চতুর্থ ঃ রিতম সামন্ত ও সমিত দত্ত (৬৫৮)

পঞ্চম ঃ সৌপ্তিক মাল (৬৫৭)

***বিষয় ভিত্তিক লেটার মার্কস প্রাপকের সংখ্যা ঃ —***

বাংলা — ৬০ জন, ইংরাজি — ৯৬ জন, গণিত — ৯০ জন, ভৌতবিজ্ঞান — ৮৬ জন, জীবনবিজ্ঞান — ৭২ জন, ইতিহাস — ৬১ জন, ভূগোল — ৮৫ জন।

***বিষয় ভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর ঃ —***

| বিষয় | সর্বোচ্চ নম্বর | প্রাপকের নাম |
|---|---|---|
| বাংলা | ৯৫ | (সৌম্যদীপ কংসবণিক) |
| ইংরেজি | ৯৮ | (সৌম্যদীপ কংসবণিক) |
| গণিত | ১০০ | (২৩ জন) |
| ভৌতবিজ্ঞান | ১০০ | (হিমন্ত সাধুখাঁ) |
| জীবনবিজ্ঞান | ১০০ | (সৌম্যদীপ কংসবণিক) |
| ইতিহাস | ৯৮ | (সৌম্যদীপ কংসবণিক, দত্তাত্রেয় গুছাইত) |
| ভূগোল | ৯৮ | (সৌম্যদীপ কংসবণিক, হিমন্ত সাধুখাঁ) |

**উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা (২০২৫) ঃ** বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল এ বছরে সামগ্রিকভাবে ভালো হয়েছে। বিদ্যালয়ের অভ্রদীপ বেরা **রাজ্যের মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান** এবং জিষ্ণু ঘোষ **রাজ্যের মেধা তালিকায় নবম স্থান** অধিকার করে বিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করেছে। সামগ্রিক ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ১১৩ জন

(বিজ্ঞান বিভাগে - ৮৬, কলা বিভাগে - ২৭)

উত্তীর্ণ ঃ ১১৩ জন

| শতাংশের বিন্যাস | বিজ্ঞান বিভাগ | কলা বিভাগ |
|---|---|---|
| AA /৯০% এবং তদূর্ধ্ব নম্বর (৪৫০+) | ৩২ জন | ৮ জন |
| A+/৮০% এবং তদূর্ধ্ব নম্বর (৪০০+) | ৭২ জন | ১৪ জন |
| A/৭৫% এবং তদূর্ধ্ব নম্বর (৩৭৫+) | ৭৭ জন | ১৮ জন |

***সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক***

(বাংলা, ইংরাজি ও তিনটি আবশ্যিক বিষয়ের ভিত্তিতে)

**বিজ্ঞান বিভাগ ঃ**

প্রথম ঃ অভ্রদীপ বেরা (৪৯০) **রাজ্যে মেধা তালিকায় অষ্টম স্থানাধিকারী**
দ্বিতীয় ঃ জিষ্ণু ঘোষ (৪৮৯) **রাজ্যে মেধা তালিকায় নবম স্থানাধিকারী**
তৃতীয় ঃ অকিঞ্চন নায়েক (৪৮৬), **রাজ্যে মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থানাধিকারী**
চতুর্থ ঃ শৌনক সেন (৪৮৩) **রাজ্যে মেধা তালিকায় পঞ্চদশ স্থানাধিকারী**
পঞ্চম ঃ অরিজিৎ পাল (৪৭৮) **রাজ্যে মেধা তালিকায় বিংশতিতম স্থানাধিকারী**

**কলা বিভাগ ঃ**

প্রথম ঃ দীপ্তরূপ ভট্টাচার্য (৪৭৮) **রাজ্যে মেধা তালিকায় বিংশতিতম স্থানাধিকারী**
দ্বিতীয় ঃ রুদ্রনীল দত্ত বিশ্বাস (৪৭৫)
তৃতীয় ঃ সৌমাল্য মজুমদার (৪৬৮)
চতুর্থ ঃ সেখ নিশান আলি (৪৬০)
পঞ্চম ঃ স্বপ্নময় চ্যাটার্জী (৪৫৬)

# উচ্চ মাধ্যমিক — ২০২৫

*বিষয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর ঃ*

| বিষয় | প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ প্রাপকের নাম |
|---|---|---|
| বাংলা | ৯৬ | সৌম্যপ্রকাশ আদক, সায়ন মিত্র, শঙ্খশুভ্র পুরোহিত |
| ইংরেজি | ৯৯ | দেবরূপ ব্যানার্জী, অনমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তরূপ ভট্টাচার্য, অর্ঘ্যদীপ দে, সায়ক ঘোষ, রমিত দত্ত, রামাশিস মান্না, প্রমিত ভুইয়া, সৌমাল্য মজুমদার |
| গণিত | ১০০ | জীষ্ণু ঘোষ, সৌনক সেন, অনিক সেন |
| পদার্থবিদ্যা | ১০০ | অকিঞ্চন নায়েক |
| রসায়ন | ৯৯ | অভ্রদীপ বেরা |
| জীববিদ্যা | ৯৮ | সৌম্যপ্রকাশ আদক, অনিন্দ্যসুন্দর ঘোষ |
| রাশিবিজ্ঞান | ৯২ | সৌমাল্য মজুমদার |
| ইতিহাস | ৯৭ | রুদ্রনীল দত্ত বিশ্বাস |
| ভূগোল | ৯১ | অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| সংস্কৃত | ৬৪ | অনিক দত্ত |
| অর্থনীতি | ৯১ | স্বপ্নময় চ্যাটার্জী |
| রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ৯২ | রুদ্রনীল দত্ত বিশ্বাস |
| দর্শনশাস্ত্র | ৯৩ | সেখ নিশান আলি |
| শিক্ষাবিজ্ঞান | ৯৪ | রুদ্রনীল দত্ত বিশ্বাস |
| পরিবেশবিদ্যা | ১০০ | সেখ নিশান আলি, দীপ্তরূপ ভট্টাচার্য |
| কম্পিউটার সায়েন্স | ৯৯ | দেবদীপ দত্ত |
| কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন | ৯৪ | সৌমাল্য মজুমদার |

## পাঠ্য বিষয়সমূহ

(বিভিন্ন শাখার ছাত্রগণ নিম্নের তালিকা থেকে বিষয়সমূহ নির্বাচন করবে)

- আবশ্যিক বিষয় - বাংলা (ক), ইংরাজী (খ)
- বিজ্ঞান শাখা - পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, রাশিবিজ্ঞান (Statistics), পরিবেশ বিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন।
- কলা শাখা - ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, জীববিদ্যা, সংস্কৃত, দর্শন, অর্থনীতি, শিক্ষাবিজ্ঞান, পরিবেশ বিদ্যা, মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, BMSS.
- সংসদ নির্ধারিত বিষয় বিন্যাস নিম্নে দেওয়া হল। ***একটি সেট থেকেই বিষয় নির্বাচন করতে হবে।*** একটি Optional Elective এবং তিনটি Compulsory Elective Subject নির্বাচন করতে হবে। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংসদ / বিদ্যালয়ের সর্বশেষ নির্দেশ চূড়ান্ত।

**(শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়গুলিই উল্লেখ করা হল।)**

| | |
|---|---|
| **Set I**<br>▸ Physics<br>▸ Chemistry or Geography<br>▸ Mathematics<br>▸ Biological Science<br>▸ Statistics<br>▸ Environment ~~Studies~~ Science or Computer Science or Modern Computer Application<br>▸ Economics | **Set III**<br>▸ Political Science or BIOS<br>▸ Education<br>▸ Economics<br>▸ History or Statistics<br>▸ Environment Studies or Computer Science or Modern Computer Application<br>▸ Geography<br>▸ Philosophy<br>▸ Sanskrit or BMSS |

(বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্দেশিকা আবেদন পত্র গ্রহণের সময় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ওই ব্যাপারে উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য, কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে বিষয়টি দেখে নেওয়া যাবে।)

* BIOS – Biological Science
* BMSS – Basic Mathematics for Social Science
* ENVS – Environment Studies
* EVSC – Environment Science

# ঃ বিদ্যালয়ের গত বছরগুলির মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ

| সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণের শতকরা হার | স্টার মার্কস ৭৫% + |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৬ | ১৩০ | ১৩০ | ১০০.০০ | ১০৪ |
| ২০১৭ | ১২৪ | ১২৪ | ১০০.০০ | ১০২ |
| ২০১৮ | ১২২ | ১২২ | ১০০.০০ | ১১১ |
| ২০১৯ | ১১৯ | ১১৯ | ১০০.০০ | ৮৮ |
| ২০২০ | ১১৩ | ১১৩ | ১০০.০০ | ৯১ |
| ২০২১ | ১১৩ | ১১৩ | ১০০.০০ | ৯২ |
| ২০২২ | ১০৯ | ১০৯ | ১০০.০০ | ৮২ |
| ২০২৩ | ১১৬ | ১১৬ | ১০০.০০ | ৯০ |
| ২০২৪ | ১৩০ | ১৩০ | ১০০.০০ | ৯৭ |
| ২০২৫ | ১২৬ | ১২৬ | ১০০.০০ | ৮৯ |

# বিবেকবাণী

যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।

জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ব দিয়ে দাও আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সেবা দাও, এতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না।

যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর। দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।

আমি চাই তোমরা কাজ করতে করতে মরে যাও, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সৈন্যের মতো আজ্ঞা পালন করে মরে যাও ও নির্বাণ লাভ কর। কিন্তু কোন প্রকার ভীরুতা চলবে না।

অতি সামান্য কর্মকে ঘৃণা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি উচ্চতর উদ্দেশ্যে কাজ করতে জানে না, স্বার্থপর উদ্দেশ্যেই — নাম যশের জন্যই কাজ করুক। প্রত্যেককেই সর্বদাই উচ্চ হতে উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং এগুলি কী তা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

মানুষের অন্তরে যে পূর্ণতা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, তার বিকাশের নামই শিক্ষা।